২-১৫ ডিসেম্বর ২০০৭ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠেয় বালি
জলবায়ু সম্মেলন পরবর্তী

জলবায়ুর বানিজ্যিকীকরণ ও উপেক্ষিত স্বল্পোন্নত দেশের ভবিষ্যত

ইক্যুইটি এণ্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপের (EJWG)

১. বালি ঘোষনাঃ কার্বন নি:সরণ কমানোর কেনো পরিমান ভিত্তিক প্রতিশ্রুতি নেই

বস্তুত বালি ঘোষণায় স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থকে উন্নত ও অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশসমূহের কাছে জলাঞ্জলী দেয়া হয়েছে। এ সম্মেলনের প্রাক্কালে কার্বন নি:সরণ হ্রাসে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি সবারই প্রত্যাশিত ছিল। ইউরোপ IPCC প্রনেতাদেরও দাবী ছিল কার্বন উদগীরণ আগামী ২০২০ সালের মধ্যে ১৯৯০ এর মাত্রা হতে ২৫-৪০% (সর্ব্বোচ্চ ৫০ %) কমানো। কন্তু সম্মেলনের শুরু হতেই আমেরিকা কোন ধরনের পরিমাপ ভিত্তিক (Quantitive Commitment) কমিটমেণ্ট করা থেকে বিরত থাকার জন্য যাবতীয় সব জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করে আসছিল। আমেরিকার অন্যতম দাবী ছিল উন্নয়নশীল অগ্রসর দেশ যেমন, ভারত, চীন ও ব্রাজীলকে কার্বন নিঃসরনের বাধ্যতামূলক প্রতিশ্রুতির আওতায় আনতে হবে। জাপান ও কানাডা আমেরিকার পক্ষধরে গো ধরে বসে থাকে। শেষ পর্যন্ত ইউরোপ যখন বলে বসে যে, তারা জানুয়ারী ২০০৮ এ যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইতে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেণ্ট বুশের 'বিশেষ জলবায়ু সম্মেলনে' যোগ দেবেনা, যদিনা আমেরিকা কোন কমিটমেণ্ট এ না আসে। তখন আমেরিকার প্রতিনিধিদল ৩ ঊধৎষু উববঢ় ঈঁঃ এ ধরণের কমিটমেন্ট এ রাজী হয়। অর্থাৎ এর ফলে আমেরিকাসহ দেশসমূহ সামনের দিনগুলোতে কার্বন উদগীরন কমাবে। আগামী ২ বছরের মধ্যে তথা কোপেন হেগেন সম্মেলনের মধ্যে পরবর্তী চুক্তি চুড়ান্ত করবে। বালি ঘোষনায় উন্নত দেশ কতৃক র্কান নিঃসরন রোধে পরিমানগত কোন কমিটমেন্ট না থাকায় এটা স্পষ্টতই প্রমাণিত হলো যে, উন্নত দেশ সমূহ তাদের ভোগ ও উন্নয়ন ধারণার সাথে আপোষ করতে নারাজ। এর ফলে ওচঈঈ তথা বৈজ্ঞানীদের দেয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য শিল্পায়ন পূর্ব টড় পর্যায় থেকে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর নীচে রাখার যে প্রত্যয় ছিল তা অনিশ্চিত রয়ে গেলো।

বালি ঘোষনার মাধ্যমে আমেরিকা যেমন সুযোগ নিল তেমনি ভাবে অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশ (Big blue boys guad) যেমন, চীন, ভারত, ব্রাজিল, মালয়েশিয়া যা খুশি কার্বন উদগীরণের সুযোগ নিল। ফলে পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিগুলো হতেই থাকবে এবং সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ বাংলাদেশের মতো গরীব দেশগুলো। একদিকে আমেরিকান অন্যদিকে অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশগুলোসহ বড় ভাইদের (জি-৭৭ এ নেতৃত্বে থাকা ৪টি দেশ যেখানে স্বল্পোন্নত দেশ Least Develop Countries গুলোও রয়েছে) রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো জোরালো ভুমিকা রাখতে পারেনি। অন্যদিকে বিশ্বের প্রায় বেশিরভাগ নাগরিক সংগঠন ও এনজিও এডাপটেশন তহবিলের অধিপরামর্শে এতোই ব্যস্থ ছিল যে, তারা স্বল্পোন্নত দেশের মুল স্বার্থ কার্বন উদগীরণ কমানোর ব্যাপারে কোন জোরালো ভুমিকাই রাখেনি।

২. বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের ভূমিকা হাতাশাব্যাঞ্জক এবং

ব্যাখ্যার দাবী রাখে

সম্মেলনে যাবার পূর্বক্ষনে কৃষি এবং পরিবেশ উপদেষ্টা সি.এস করিম সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিলেনযে, সম্মেলনে বাংলাদেশ র্কাবন উদগিরনের সমাধান সহ এডাপটেশন ফান্ড এর জন্যে,জোড়ালো ভূমিকা রাখবেন। সম্মেলনের র্পূবক্ষনে ঘটে যাওয়া সিডরের ক্ষয় ক্ষতি এধরনের দাবীকে জোরদার করার অবকাশ তৈরী করেছিল। কিন্তু পুরো সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের ভূমিকা ছিল হতাশাব্যঞ্জক;যেমন

ক. বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের নেতৃত্বে থাকা স্বত্ত্বেও রহস্যজনক ভাবে তা ১০ তারিখের পর থেকে মালদ্বীপের হাতে চলে যায়।

খ. মাননীয় কৃষি ও পরিবেশ উপদেষ্টা সি এস করিম সাহেবের ১১ তারিখ হতে সম্মেলনে উপস্থিত ও বক্তব্য রাখার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি যাননি ।

গ. পুরো সম্মেলনের নেগোসিয়েসনে ২-১০ তারিখ পর্যন্ত পরিবেশ মন্ত্রনালয়ের ভূমিকা থাকলেও ১১ তারিখ থেকে তা জাতিসংঘে আমাদের স্থায়ী প্রতিনিধি ইসমাত জাহানের নেতৃত্বে পরোরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের হাতে চলে যায়। পরিবেশ মন্ত্রনালয়ের সম্পর্কিত যারা আগে থেকে নেগোসিয়েসনে যুক্ত ছিলেন তারা ১১ তারিখে দেশে ফেরত চলে আসেন। ১১ তারিখের পর যখন ঘোষনা চূড়ান্ত হচ্ছিল তখন তাদের প্রয়োজন ছিল বেশী । ১১ তারিখের পর প্রতিনিধি দলে সরকারী উচ্চ পর্যায়ের কোন পরিবেশবিদ ছিলেন না ।

ঘ. Adaptatation fund এর ব্যবস্থাপনায় GEF এবং বিশ্ব ব্যাংক এর ভূমিকা নিয়ে আফ্রিকার অনেক দেশ সমালোচনামূলক বক্তব্য রাখলেও বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের ভূমিকা ছিল অনেকটাই নিশ্চুপ ।

দেশের জনসাধারণ এ বিষয়গুলো জানার দাবি রাখে। বাংলাদেশ একটি জোরালো ভূমিকা রাখার সুযোগ হারালো বৈকি। র্কাবন উদগিরন কমানোর কথা বললেই যে আমরা সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া কাউকে সমালোচনা না করেও কি আমরা আমাদের পাওনাটুকু পেয়েছি? পাইনি, যেমন:

- সিডরের পর প্রায় ১মাস অতিবাহিত হলেও বাংলাদেশ তার ন্যুন্যতম চাহিদার ২৫% সহায়তা পায়নি ।
- আমেরিকা এবারও বাংলাদেশকে মিলিনিয়াম চ্যালেঞ্জ একাউন্ট সহায়তা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।
- আই এম এফ এর পরামর্শে জনস্বার্থ বিরোধী সংস্কার করার পরও পিআরএস এর আওতায় শেষ কিচ্চির টাকা পাওয়া যায়নি।

মূলতঃ ঐসকল পরিস্থিতি বাংলাদেশকে এটাই শিখিয়ে দেয় যে আমাদেরকে ন্যায্য অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে এবং এজন্য আত্মর্নিভরশীল ও সম্মানজনক পথকে অবলম্বন করতে হবে।

৩. বালি ঘোষনা ও জলবায়ু বানিজ্যিকীকরণ

ক. CDM (Clean Development Machanism) এবং পুনরুৎপাদন মূলক শক্তির Renewable Energy সম্প্রসারনে বিশ্বব্যাংক (World Bank-WB) এবং এ ডি বি'র ADB বিনিয়োগ প্রচ্চাব হচ্ছে একধরনের হঠকারীতা

ডই এবং অউই 'র মূল বিনিয়োগ টার্গেট হচ্ছে জ্বালানী খাত, অর্থাৎ অনুন্নত দেশের জীবাশ্ম জ্বালানী উত্তোলন এবং তা উত্তরের ধনী দেশসমূহে রপ্তানী করার নামে পাচার করা। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৯২ সালের পর থেকে (অর্থাৎ ধরীত্রি সম্মেলনের পর হতে) বিশ্বব্যাংক কয়লাসহ অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানী খাতে বিনিয়োগ করে ২৮ বিলিয়ণ মার্কিন ডলার। এসব বিনিয়োগের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে খনিজ জ্বালানী উত্তোলন করে ধনী দেশসমূহে রপ্তানী করা। এ লক্ষ্যকে সফল করার উদ্দ্যেশ্যে বিশ্বব্যাংক জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার নামে যে সকল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ CMD প্রকল্প ও পুনরুৎপাদন মূলক শক্তি সম্প্রসারনে বিনিয়োগ করছে তা উপরোক্ত ফসিল ফুয়েল বিনিয়োগের চেয়ে ১৭ গুন কম। বিশ্বব্যংক ও এডিবির সহায়তা উন্নয়শিল বিশ্বের ২ বিলিয়ন গরীব মানুষ যারা বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত তাদেরকাছে পৌছায়নি। বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি'র CMD প্রকল্প বিনিয়োগ হচ্ছে এক ধরনের হঠকারিতা যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে প্রতারনার শামিল। কারণ বিশ্বব্যাংক একদিকে সাহায্যের নামে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশ বিধ্বংসী উন্নয়ন নীতিমালা চাপিয়ে দিচ্ছে এবং এগুলোতে অর্থায়ন করছে। বস্তুতঃ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংক এবং এ ডি বি'র অর্থায়নের চাইতে জলবায়ূ ও পরিবেশ বিনষ্টকারী প্রকল্পসমূহে তাদের অর্থায়নের মাত্রা ১৭ গুন বেশী।

পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং অতিমাত্রায় কার্বন নিঃসরন করে এমন জ্বালানী খাতে WB এবং ADB 'র বিনিয়োগসমূহ অনতিবিলম্বে বন্ধ এবং এসব বিনিয়োগ Adaptation ও কার্বন হ্রাসকারী প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগের দাবী করছি ।

খ. কার্বন বাণিজ্য একটি ভ্রান্ত ও বৈষম্মমূলক সমাধান ঃ এর সুবিধাভোগী উন্নতদেশ

বালি সম্মেলনে কার্বন নিঃসরন কমানোর কোন পরিমান বা সংখ্যাগত Commitment এ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আসতে পারেনি। কার্বন নিঃসরন কমানোর চাইতে অন্যান্য বিষয় যেমন অফধঢ়ঃধঃরড়হ, বন সংরক্ষণ Forest Reserve কার্বন বাণিজ্য, পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির বাজারজাতকরন ইত্যাদি বিষয়গুলোই গুরুত্ব পেয়েছে। ইন্দোনেশিয়াসহ ১১টি বনসমৃদ্ধ দেশ (Countries of Tropical Rain Forest) REDD (Reduction Emission from Deforestratio & Degradation) নামক প্রকল্পের প্রচ্চাব করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশসমূহ তাদের বনাঞ্চলসমূহ (Reverse Forest) হিসাবে সংরক্ষণ করবে যা বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড আবদ্ধ Sink করে রাখবে।

এ ধরনের সংরক্ষনের ফলে দেশসমূহ তাদের সংরক্ষিত কার্বন ডাই অক্সাইডের বিপরীতে নির্ধারিত মূল্য পাবে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশের জনগন বিশেষ করে আদিবাসী জনগন

যাদের জীবন জীবিকা বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। উত্তরের দেশসমূহ যারা আমাদের সম্পদ শোষন ও পরিবেশ বিনষ্ট করে তাদের উন্নয়ন গঠিয়েছে, তাদের তথাকথিত উন্নতি চলমান ও গতিশীল রাখার জন্য বন সংরক্ষনের নামে আমাদের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করছে।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা বলতে চাই যে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্বন বাণিজ্য ধারণা একটি ভ্রান্ত সমাধান, কারণ কার্বন বানিজ্যের মাধ্যমে ধনী দেশসমূহ দরিদ্র দেশসমূহের দারিদ্রতার সুযোগে নিজেদের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ভোগ বজায় রেখে কার্বন নিঃসরন অব্যাহত রাখার অধিকার পাবে।

গ. Adaptation সহায়তা একটি ভূঁয়া প্রলোভন : নয়া উদারবাদী শর্তসমূহের আরেকটি হাতিয়ার

বালি সম্মেলনে এটা প্রতিয়মান হয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশ সমূহ ও তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে তৈরী আর্ন্তজাতিক অর্থলগ্নাকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় শুধু Adatation নিয়ে কথা বলতে বেশী আগ্রহী ছিল। এমনকি অনেক আর্ন্তজাতিক উন্নয়ান সংস্থার বিবৃতি / ক্যাম্পেইন Aadaptation কেন্দ্রীক ছিল । দরিদ্র ও দুর্যোগগ্রস্থ দেশগুলোর জন্য Aadaptation fund অত্যন্ত জরুরী হলেও এটি অর্থহীন হবে যদি পাশাপাশি উন্নত দেশ সমূহ বাধ্যতামুলক ভাবে কার্বন নি:সরনের মাএা না কমায় । এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান হচ্ছে উন্নত দেশ সমূহ সর্বাগ্নে কার্বন নি:সরনের মাএা ২০২০ সালের মধ্যে ১৯৯০ পর্যায়ের ৫০ শতাংশ কমানোর প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এবং পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ এবং ঝুকিগ্রস্থ দেশ সমূহের জন্য পর্যাপ্তও শর্তহীন Aadaptation fund দিতে হবে।

বালি সম্মেলনে Aadaptation fund এর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোন কার্যকর আলোচনাই হয়নি। UNFCCC এর সাম্প্রতিক গবেষনায় বলা হয় যে Aadaptation fund তহবিলের জন্য প্রয়োজন ৪০ বিলিয়ন ডলার কিন্তু র্বতমানে এর ফান্ড রয়েছে মাত্র ৩৬ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ঝুকিগ্রস্থ উন্নয়নশীল দেশের জন্যে মাথাপিছু বাৎসরিক এ তহবিলের পরিমান মাত্র ৩ সেন্ট হতে ৩.৮২ ডলার । UNFCCC এর নির্বাহী আশা করেন ২০১২ সালের মধ্যে এ তহবিল ৩০০ মিলিয়ন হতে পারে অথচ হিসাব অনুযায়ী প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দরকার ৫০ থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার। শুধুমাত্র বাংলাদেশেই সিডরের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার। যেখানে উন্নত দেশ সমূহ তাদের জিএনপির ০.৭% বৈদেশিক সহায়তা কমিটমেন্ট পুরণ করেনি সেখানে এই তহবিলের দাবী যে পূরণ করবে তা আশা করা বৃথা।

Aadaptation তহবিলের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাও বাজার ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষন করা হয়েছে। Aadaptation fund মূলত র্কাবন বানিজ্য ও সিডিএম (Clean Development Machanism) ফান্ডের শতকরা ২ ভাগ লেভী যার ব্যবস্থাপনায় রয়েছে Global Environment Facility (GEF) অর্থাৎ Aadaptation fund এর একটি অংশের যোগান দাতা বিশ্ব ব্যাংক কারন বিশ্ব ব্যাংক উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে চীন ও

ভারতে CDM প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে । বিশ্ব ব্যাংক এতহবিলের অন্যতম ট্রাস্টি আমাদের অবস্থান হচ্ছে Aadaptation fund এর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিশ্ব ব্যাংকের কতৃত্বের বাহিরে রাখতে হবে। কারন আর্ন্তজাতিক র্অথলগ্নীকারী এসব প্রতিষ্ঠানের ঋণ বিনিয়োগ ও বিনিয়োগ নীতিমালা বিশ্বব্যাপি এমন সব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রর্বতন করেছে যা জলবায়ু পরিবর্তনকে তরান্বিত করছে এবং এখনো করছে।

৪. Pollular Pay & Exployter Pay Principle: দেনা বাতিল ও লুণ্ঠিত সমম্পদ ফেরত দাও

বালি সম্মেলনে বিভিন্ন আর্তজাতিক এনজিওদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে, যারা বেশী দুষণ করেছে তাদেরকে বেশী ক্ষতিপূরন দিতে হবে। যেমন, আমেরিকা দেবে ৪৪%, ইউরোপ দেবে ৩২%, জাপান দেবে ১৩%, কানাডা দেবে ৪%, অস্ট্রেলিয়া দেবে ৩%, এবং দক্ষিন কোরিয়া দেবে ২.৫%। অক্সফাম বলেছে ৫০ বিলিয়ন, ক্রিষ্টিয়ান এইড বলেছে ১০০ বিলিয়ন , বিশ্বব্যাংক বলেছে ১০-৪০ বিলিয়ন আর ইউএনডিপির হিউম্যান ডেভ: রিপোর্ট বলেছে ৮৬ বিলিয়ন এর কথা । এটা শুধু জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিপুরনের কথা ।

কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে উত্তরের দেশগুলো প্রথমদিকে উপনিবেশ স্থাপন করে সরাসরি শোষন করে তাদের দেশের শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে । পরবর্তীতে তাদের দেশের বহুজাতিক কোম্পানীগুলো দক্ষিনের সম্পদের লুণ্ঠন করেছে। শুধূমাত্র বাংলাদেশেই নাইকো ও অক্সিডেন্টাল কোম্পানীর অবহেলায় গ্যাস দূর্ঘটনাতেই ক্ষতি হয়েছে ২ বিলিয়ন ডলার । বিশ্বব্যাপী যে শোষণ করেছে তা পুষিয়ে দেবার (Explorer pay principle) নীতিমালাকে Echological Debt এর কথা বলা হচ্ছে । বিশ্বব্যাপী এই দাবী ,জোরালো হচ্ছে। উত্তরের দেশসমূহের শোষনের কারনেই আজ এই জলবায়ু বিপর্যয়। সময় এসেছে উত্তরের দেশসমুহ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ ফেরত পাওয়ার।

ইতিমধ্যে গবেষনায় দেখা গেছে যে বাংলাদেশ তার প্রতি এক ডলার সাহায্যের বিনিময়ে দেড় ডলার ঋন ফেরত দিচ্ছে। বাংলাদেশের মাথাপিছু দেনার পরিমান প্রায় সাড়ে দশ হাজার টাকা , বাৎসরিক দেনা পরিশোধের পরিমান বাৎসরিক স্বাস্থ্য বাজেটকেও ছাড়িয়ে গেছে। কার্যত এই দেনা বাংলাদেশের কোন উপকারে আসছেনা, দরিদ্রতার হার ক্রমাগতভঅবে বাড়ছে । ড: আবুল বারাকাত গবেষনা করে দেখিয়েছেন বৈদেশিক সাহায্যের মাত্র ২৫% গরিব মানুষের কাছে যায় , বাকীটা যে দেশ থেকে সহায়তা আসে তাদের কাছে সহ দেশীয় এলিট শ্রেণীর হস্তগত হয়ে যায় । কার্যকরীতার দিক থেকে ফলপ্রসু নয় বলে যে কারনে দেনাসমুহকে যেমন অবৈধ দেনা বলা যায় , পাশাপাশি এই দেনার মাধ্যমেই আর্ন্তজাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমুহ (বিশ্ব ব্যাংক, আই এম এফ ও এডিবি) উন্নত দেশসমুহের বহুজাতিক কোম্পানী সমুহের পক্ষে জোর করার ও বাজার অবমুক্ত করার কাজে লাগায়।

উপরোক্ত বিবেচনাতে সকল দেনাই অবৈধ দেনা। আমাদেরকে বিশ্বব্যাপী দেনা বাতিল আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতে হরে। সকল দেনা বাতিলে পক্ষে দাবী উথাপন করতে হবে।

৫. বাংলাদেশের পরবর্তী করণীয় কি হতে পারে; কিছু প্রাথমিক ধারণা

জলবায়ু পরির্তন জনিত বিষয় গুলোকে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় যেমন সংযুক্ত করতে হবে পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে জলবায়ু সুবিচার (Climate Justice) এর দাবীতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে জোরালো ভুমিকা রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের আশু করণীয় যেগুলো হতে পারেঃ

১. রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের এ বিষয়ে সচেতনতা ও এবিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান দরকার। এটা বাংলাদেশের জীবন মরণ সমস্যা। আশা করি তারা আগামী নির্বাচনী ইশতেহারে এ ব্যাপারে তাদের স্পষ্ট অবস্থান ব্যাখ্যা করবেন।

২. যে এডাপ্টেশন তহবিল ও ক্ষতিপূরণ আশা করা হচ্ছে তা যে শতভাগ পাওয়া যাবেনা তা নিশ্চিত। একারণে কৃচ্ছতা সাধন করে অপচয় রোধ করে লাগসই প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৩. দাতা সংস্থা ও সরকারী প্রচেষ্টায় অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতিতে কোস্টাল জোন মেনেজমেণ্ট পলিসি তৈরী করা হয়েছিল যেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাবনা ও করা হয়েছিল। এ নীতিমালা মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদিত হয়েছিল। সরকার সিডর আক্রান্ত এওলাকায় যে পূনর্বাসন ও উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা অনুসরন করা উচিত।

৪. আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো বিশ্ব বানিজ্য আলোচনায় Aid for Trade এর নামে যেমন প্রতারনার শিকার, তেমনি ভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও Aadaptation fund এর প্রতারনার শিকার হতে হচ্ছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে Aadaptation fund এর প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হয়ে কার্বন উদগীরণ কমানোর দাবীতে আমাদের জোরদার ভুমিকা রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকার প্রতি যেসব দেশ সোচ্ছার তাদের সাথে একাত্ম হতে হবে।

৫. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন নেগোসিয়েশনে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যুক্ত এবং নেতৃত্বে দিতে হবে। পাশাপাশি এসব নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির Continuty রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক সকল গুরুত্বপূর্ণ event এর প্রাক্কালে, পূর্বে ও পরে সরকারকে তার অবস্থান ও অংশগ্রহণ পরবর্তী পর্যালোচনা প্রকাশ করতে হবে।

৬. সরকারী প্রতিনিধি দল সমূহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্টান সমূহের পরামর্শদাতা বা বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানীর বেতন ভোগীদের অন্তর্ভূক্ত করা কতটুকু জাতীয় সার্থের জন্য নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করে যাবে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। এটা সরকারকে ভেবে দেখা উচিত।

৭. জাতীয় বাজেটের বড় একটা অংশ বিগত ক'বছরে বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানী

আমদানীতে ভর্তকী হিসেবে যাচ্ছে এ জ্বালানী ব্যবহার হয় মূলতঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এবং এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপকার ভোগী হচ্ছে উচ্চবিত্ত ও শহরের মধ্যবিত্ত । প্রথমতঃ পূনরুৎপাদনশীল জ্বালানী (যেমন সৌর বিদ্যুৎ) ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে পরিবেশ দূষণকারী জ্বালানীর ব্যবহার কমাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো আইন তৈরী করে সাশ্রয়ী এনার্জি বাল্ব এবং এয়ার কণ্ডিশন মেশিন ব্যবহার সিমীত করে দিতে হবে। তৃতীয়তঃ ইন্দোনেশিয়ার মতো সপ্তাহে একদিন দেশ ব্যাপি গাড়ি বিহীন দিবস পালন করে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য কাজ করতে হবে। চতুর্থতঃ ২০০০সিসি র উপর সকল গাড়ির আমদানী নিষিদ্ধ করতে হবে এবং পাশাপাশি সকল বিদ্যুৎ নির্ভর বিলাস সামগ্রীর উপর উচ্চ হারে কর বসিয়ে ঐসব সামগ্রী ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে। সর্বশেষে, কিন্তু, গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রয়োজনে সন্ধ্যার পর সকল অফিস ও বানিজ্যিক ভবনে বিদ্যুৎ বন্ধ করে গ্রামে বিশেষ করে কৃষি কাজে বিদ্যুৎ বিতরণ করতে হবে।

৮. কয়লা ও গ্যাসসহ সকল ক্ষেত্রে জাতীয় পাবলিক কোম্পানী গঠন করতে হবে এবং এদের দেশীয় মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় এনার্জি নীতিমালা ও প্রনয়ন করতে হবে।

৯. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় এলাকায় মাইগ্রেশন অবধারিত। সেক্ষেত্রে উপকূলীয় এলাকায় শিক্ষার জন্য বিশেষ করে ভকেশনাল ও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। যাতে করে মাইগ্রেটেড হয়ে শহরে আসলে লোকজন নিজেদেকে কাজে নিয়োজিত করতে পারে।

১০. বিশ্ব ানিজ্য সংস্থার চুক্তির Mode-4 এর আওতাধীনে Free access of natural person এর দাবী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জোরদার করতে হবে। কারণ এই দাবী জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে পরিবেশ উদ্ভাস্তু সৃষ্টির বিষয়টি যুক্ত। অস্ট্রেলিয়ায় যদি বিশেষ আইন করে পাপুয়া নিউগিনি এবং টুভালো থেকে পরিবেশ উদ্ভাস্তু নিতে পারে, তাহলে বাংলাদেশ থেকে এ ধরণের পরিবেশ উদ্ভাস্তু নেয়া যাবেনা কেন।

৬ ইক্যুইটি এণ্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ (EJWG) এর Climate Justice for Bangladesh প্রচারাভিযানের প্রেক্ষাপট ।

EJWG (Equity & Justice Working Group) সমতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অধিপরামর্শ ও প্রচারাভিযান সংগঠিত করে আসছে। ২-১৫ ডিসেম্বর ২০০৭ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত UNFCCC র জলবায়ু সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে EJWG বিগত জুন মাস থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারাভিযান সংগঠিত করে আসছে। ইক্যুইটি এণ্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ (EJWG) এর Climate Justice for Bangladesh

প্রচারাভিযানের মাধ্যমে আমরা ইতোমধ্যে যে সমচ্চ কার্যক্রম সম্পাদন করেছি সেগুলো হল; (ক) জুন ২০০৭ জার্মানীতে অনুষ্ঠিত জি-৮ সম্মেলন উপলক্ষে জার্মান নাগরিক সংগঠনগুলোকে বাংলাদেশে জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য উপাত্তসহ ব্রিফিং পেপার প্রদান, (খ) নভেম্বর ২০০৭-এ জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার অনুষ্ঠান (গ) তৃণমূলের তথ্য উপাত্তসহ ৬টি ব্রিফিং পেপার ও একটি বুকলেট ইংরেজী ও বাংলায় প্রকাশ, (ঘ) ইণ্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নাগরিক সংগঠন সমূহের কাছে উক্ত ব্রিফিং পেপার ও বুকলেট সমূহ প্রেরণ , (ঙ) বালিতে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনের ভেতরে ও বাইরে সিভিল সোসাইটি ফোরামে ব্রিফিং পেপার ও বুকলেট বিতরণ এবং (চ) বালিতে সম্মেলনের বাইরে নাগরিক সমাজের ফোরাম সমূহে অংশগ্রহণ। আমাদের এই প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য ছিল;

(১) জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সমূহ তুলে ধরা এবং
(২) বাংলাদেশের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবী, দেনা বাতিল এবং কার্বন উদগীরণ কমানোর দাবী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরা।

ইক্যুইটি এণ্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ (EJWG) এর Climate Justice for Bangladesh প্রচারাভিযানের বিভিন্ন কার্যক্রম ও গবেষণা পেপারগুলো বিশ্বের বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন তাদের ওয়েভসাইটে সন্নিবেশিত করেছে যেমন: www.whitband.org, ইউরোপ ভিত্তিক সংগঠন EEPA ও EUROSTEP। ইন্দোনেশিয়ার Metro TV 'র একটি লাইভ অনুষ্ঠানে গ্রুপের আহবায়কের অনুষ্ঠান রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের দেনা বাতিলের দাবিতে দু'টো ব্যানার বালিতে ৮ই ডিসেম্বর গণ সমাবেশ এর র‍্যালীতে তুলে ধরা হয়েছে।